রর কাগজ

হলে হলে রাতভর গুলি ফুটলেও তল্লাশিতে অস্ত্র উদ্ধার শূন্য

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : শবেবরাতে রাতভর গুলি ফোটানোর ৫ দিন পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি হলে গত মঙ্গলবার রাতে পুলিশ-বিডিআর যৌথ বাহিনী তল্লাশি চালিয়ে একটি অস্ত্রও উদ্ধার করতে পারেনি। গত ১ নভেম্বর শবেবরাতের রাতে তল্লাশি চালানো এসব হলগুলো থেকে রাতব্যাপী মুহুর্মুহু গুলি ফুটলেও হল তল্লাশির ঘটনায় কোনো অস্ত্র উদ্ধার না

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

হলে হলে রাতভর গুলি ফুটলেও তল্লাশিতে

● প্রথম পাতার পর

হওয়ার বিষয়টি ক্যাম্পাসের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। ক্যাম্পাস সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো যৌথ বাহিনীর প্রহসনমূলক এই অস্ত্র তল্লাশি অভিযানকে 'আই ওয়াশ' এবং ছাত্রদল ক্যাডারদের সাবধান করার কার্যক্রম বলে অভিহিত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, তল্লাশি চালানো হলগুলোর কয়েকটিতে ক্যাডাররা আগেই তল্লাশির খবর জেনে যায় আর যারা জানতে পারেনি তারা তল্লাশি চালাতে আসা যৌথ বাহিনীর সদস্যদেরকে হলে ঢুকতে বাধা দেয়। বিভিন্ন অজুহাতে ক্যাডাররা যৌথ বাহিনীর সদস্যদের হল গেটের বাইরে এক-দেড় ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখে এবং এর ফাঁকে তারা হলে থাকা অস্ত্রগুলো নিরাপদে গোপন স্থানে সরিয়ে ফেলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অস্ত্র থাকা বঙ্গবন্ধু, মুহসীন, সূর্যসেন, জিয়া, জহুরুল হক হলে গত মঙ্গলবার রাতে পুলিশ-বিডিআর যৌথ বাহিনীর প্রায় দুশতাধিক সদস্য অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়। রাত ২টায় একযোগে তারা হলগুলোতে হানা দেয়। এ সময় এসব হলের চারদিক যৌথবাহিনীর সদস্যরা কর্ডন করে রাখে।

জানা যায়, বঙ্গবন্ধু হলের চারপাশে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ক্যাডারদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। এ সময় তারা ছোটাছুটি করতে থাকে। যৌথ বাহিনীর সদস্যরা এ সময় হলের ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে ছাত্রদল ক্যাডাররা বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তাদেরকে হলে ঢুকতে বাধা দেয়। ঘণ্টাখানেক এ অবস্থা চলার পর যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ঐ হলের কেবলমাত্র ৩৪২ নম্বর রুমে যেতে চাইলে ক্যাডাররা জানায়, এ নম্বরে হলে কোনো রুম নেই। এরপর তল্লাশি না চালিয়েই যৌথ বাহিনীর সদস্যরা ফিরে আসে। জহুরুল হক হলেও একইভাবে হলে প্রবেশ করতে না পেরে গেটের বাইরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে হলে অবস্থানরত ছাত্রলীগ ক্যাডারদের সঙ্গে দর কষাকষির এক পর্যায়ে যৌথবাহিনীর সদস্যরা হলে প্রবেশ করে এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি রুমে তল্লাশি চালিয়ে কোনো অস্ত্র উদ্ধার না করেই ফিরে আসে। মুহসীন, সূর্যসেন এবং জিয়া হলে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা নিষ্ফল তল্লাশি চালায়। যৌথ বাহিনীর সদস্যরা সূর্যসেন হলের ২০১ নম্বর রুমে, জহুরুল হক হলের ৩৩৮ নং রুমে, জিয়া হলের ৩১৮, ৩২৪ এবং মুহসীন হলের ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৩৫৬ এবং ৩৫৭ নং রুমে তল্লাশি চালায় বলে জানা যায়।